শাসক কখন কাফিরে পরিণত হয়!

একজন শাসক বহু কারণে কাফিরে পরিণত হতে পারে। তন্মধ্যে 'আল্লাহর শরিয়াহ বাস্তবায়ন না করা' অন্যতম একটি কুফর। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়ালা জামায়াহর আলিমগণের অগণিত বক্তব্য রয়েছে, যেগুলো থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়—

ক) শরিয়াহ দ্বারা শাসন করা আবশ্যক।
খ) যে শরিয়াহ দ্বারা শাসন করে না এবং আল্লাহর বিধান বাতিল করে নিজে আইন প্রণয়ন করে সে কাফির।
গ) যে আল্লাহর বিধানের বদলে আইন প্রণয়নকারী কোন শাসকের আনুগত্য করে, আল্লাহর আইনের বদলে সৃষ্টির আইনকে বিধান হিসেবে পছন্দ করে ও গ্রহণ করে এবং আল্লাহর শরিয়াহর বদলে সৃষ্টির শরিয়াহ অনুসরণের আহ্বান জানায়, সে কুফর এবং শিরক করেছে।

এখানে আহলুস সুন্নাহর জমহুর ইমামগণের মতামত তুলে ধরা হলো-

ইমামুস সুন্নাহ আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ
“কোন বস্তু, যার হারাম হবার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে এবং তা মুসলিমদের মধ্য সুবিদিত, আর তাতে বিভ্রান্তিরও কোন সুযোগ নেই, কারণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল আছে– যেমন শূকরের মাংস, জিনা ও অন্যান্য যেসব ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই– যদি এমন কোন বস্তুকে কেউ হালাল মনে করে, হালাল বলে বিশ্বাস করে, তবে সে কাফির। সালাত ত্যাগকারী যে কারণে কাফির, এই ব্যক্তিও সেই একই কারণে কাফির।” [আল মুগনি, ১২/২৭৬]

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ
“সুতরাং তারা যদি শাহাদাতাইন (দুই কালিমা) উচ্চারণও করে, কিন্তু দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় থেকে বিরত থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, যতক্ষণ না তারা সালাত আদায় করবে। আর যদি তারা যাকাত দানে বিরত থাকে, তবে যাকাত দেয়ার আগ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। একইভাবে যদি তারা রামাদানে সিয়াম পালনে বিরত থাকে, কিংবা আল্লাহর ঘরে হজ করা থেকে বিরত থাকে, কিংবা অশ্লীলতা-ফাহিশা নিষিদ্ধে অস্বীকৃতি জানায়, অথবা যিনা বা জুয়া, মদ্যপান এবং ইসলামি শরিয়াতের অন্যান্য যেসব কাজ ও জিনিস নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো নিষিদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানায়, কিংবা তারা যদি জান-মাল-সম্মান, ব্যবস্থাপনা, বিচার ও মীমাংসার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর আইন প্রয়োগে অস্বীকৃতি জানায়, কিংবা তারা যদি ভালো কাজে সাহায্য ও মন্দ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থাকে, কিংবা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না কাফিররা অবনত মস্তকে জিযিয়া দেয়– তবে এই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং এমন সব ক্ষেত্রে যখন দ্বীনের কিছু অংশ আল্লাহর জন্য আর কিছু অংশ অন্যদের জন্য করে ফেলা হয়, মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করা যতক্ষণ না শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।” [মাজমু আল-ফাতাওয়া, খন্ড ৪, জিহাদ অধ্যায়]

এটা হল মুরতাদদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলামের বক্তব্য। এখানে শাইখ স্পষ্টভাবে শরিয়াহ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা, শরিয়াহ দিয়ে শাসন প্রত্যাখ্যানকারীদের মুরতাদদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যদিও তারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয়, এবং দুই শাহাদাহ উচ্চারণ করে- তবুও। **আর যেসব আলেম এসব শাসকের আনুগত্যের কথা বলে তাদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহর বক্তব্য হলোঃ**
“যদি কোন শাইখ কুরআন ও সুন্নাহ হতে অর্জিত শিক্ষা অনুযায়ী আমল ত্যাগ করে এবং এমন বিচারকের অনুসরণ করে, যে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল এর শিক্ষা অনুযায়ী বিচার করে না, সে তখন একজন ধর্মত্যাগী কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে, যে দুনিয়াতে ও আখিরাতে শাস্তি পাবার উপযুক্ত। এই হুকুম সে সমস্ত আলিমগণের বেলায়ও প্রযোজ্য যারা ভয়ের কারণে মোংগলদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে লাভবান হতে চেয়েছিল। এই উলামারা অজুহাত দিয়েছিল মোঙ্গলদের মধ্যে কেউ কেউ কালিমা পড়ছিল, আর তাই তারা মুসলিম।” [মাজমু আল-ফাতাওয়া, খন্ড ৩৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৭৩]
তিনি আরও বলেনঃ
“এটি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহর শরিয়াহ ছাড়া অন্য কিছু অনুসরণকে বৈধতা দেয়, সে কাফির। আর তার কুফর হল ঐ ব্যক্তির কুফরের ন্যায় যে কিতাবের কিছু আয়াত বিশ্বাস করে আর কিছু আয়াত অস্বীকার করে।” [মাজমু আল-ফাতাওয়া, ২৮/৫২৪]

পড়ুনঃ
ইসলামে শাসকের প্রতি আনুগত্যের মূল ভিত্তি কি?
লিংকঃ
https://bit.ly/2E5PiFJ

ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ
"যে রাজকীয় বিধানসমূহ দ্বারা তাতাররা শাসনকার্য পরিচালনা করে, এগুলো গৃহীত হয়েছে তাদের রাজা চেঙ্গিস খানের রচিত সংবিধান 'আল-ইয়াসিক' থেকে। চেঙ্গিস খান এই সংবিধান রচনা করেছিল বিভিন্ন শরিয়াহ থেকে বিভিন্ন আইন একত্রিত করে। এখানে ইহুদি, নাসারা, ইসলামি শরিয়াহ সবগুলো থেকেই কিছু কিছু গ্রহণ করা হয়েছে এবং সাথে আরো অন্যান্য উৎসসমূহ থেকেও। এছাড়া এই কিতাবে চেঙ্গিস খানের নিজের চিন্তাপ্রসূত নানা মনগড়া আইনও আছে। আর এভাবে চেঙ্গিসের উত্তরসূরিরা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনের বদলে এই কিতাবের আইনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং অনুসরণ করেছে। যারা এরকম করে তারা কাফির এবং তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ যুদ্ধ করতে হবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা নির্ধারণ করেছেন তদানুযায়ী শাসন করার দিকে ফিরে আসে। যাতে করে, ছোট বা বড়, কোন বিষয়েই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া আর কারো বিধান না চলে।" [তাফসির ইবনু কাসির, ২/৬৩-৬৭, সুরা আল-মায়িদার তাফসির, আয়াত ৪০ থেকে ৫০ দ্রষ্টব্য]

তিনি আরও বলেন, "অতএব কেউ যদি খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ (সাঃ) এর উপর নাযিলকৃত শরিয়াহ ছেড়ে, পূর্বে নাযিলকৃত অন্য কোন শরিয়াহ দ্বারা বিচার করে ও শাসনকার্য চালায়, যা রহিত হয়ে গেছে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে (চিন্তা করুন) সেই ব্যক্তির অবস্থা কী হতে পারে, যে আল-ইয়াসিকের ভিত্তিতে শাসন করে এবং একে ইসলামি শরিয়াহর উপর স্থান দেয়? এরকম যেই করবে সে মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী কাফির।" [আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ত্রয়োদশ খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১১৯]

সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম আলুশ শাইখ বলেনঃ
"এই ধরনের অনেক কোর্টই (যেখানে আল্লাহর শরিয়াহ ব্যতীত কোন বাতিল শরিয়াহ দ্বারা বিচার করা হয়) এখন মুসলিমদের শহরগুলোর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। যেগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুসম্পন্ন। এগুলোর দরজা উন্মুক্ত এবং একের পর এক মানুষ সেখানে ভীড় জমাচ্ছে। তাদের বিচারক তাদের মধ্যে বিচার ফায়সালা করছে, যা কিনা কিতাব ও সুন্নাহর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। ঐ মিথ্যা শরিয়াহর বিচার তাদের মানতে বাধ্য করা হয়। আল্লাহর শরিয়াহ প্রতিস্থাপন করে তাদের উপর এটা আরোপ করা হয়। তাহলে আর কোন কুফর এই কুফর থেকে বেশি বিস্তৃত ও স্বচ্ছ হবে? এটা মুহাম্মাদ সা. যে আল্লাহর রাসুল- এই সাক্ষ্যের বিরোধিতা করার চেয়েও একধাপ বেশি।" [তাহকিমুল কাওয়ানিন, পৃ. ৭; ১৯৬০ সালে শাইখ এই বক্তব্য প্রদান করেন]

তিনি আরও বলেন,
"যখন কোন শাসক কিংবা বিচারক আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে এবং একথা অস্বীকার করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এরই শুধুমাত্র অনুসরণ করতে হবে (বিশেষ করে শাসন ও বিচারে)... তবে এটা আল্লাহর নাযিলকৃত শরিয়াহর বিধান অস্বীকার বলে গণ্য হবে– ইবনু জারিরও এই মতই দিয়েছেন। এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে আলিমগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত মূলনীতি যার ব্যাপারে ঐক্যমত্য রয়েছে- যদি কেউ দ্বীনের কোন মূলনীতি অস্বীকার করে, কিংবা ইজমা আছে এমন কোন ক্ষুদ্র বিষয়ও অস্বীকার করে, কিংবা রাসুলুল্লাহ সা. থেকে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত কিছু অস্বীকার করে, যদি সে একটি অক্ষরও অস্বীকার করে– তবে সে কাফির, তার কুফর তাকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দিয়েছে।
আর যখন কোন শাসক বা বিচারক স্বীকার করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা. এর বিধান তথা শরিয়াহ সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বিচার করে এই মনে করে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আনীত বিধানাবলির চাইতে অন্য কারো বিচার উত্তম এবং মানুষের মাঝে বিচার ও মীমাংসার জন্য অধিক উপযোগী– যদি সে এরকম মনে করে পুরোপুরিভাবে অথবা এ অর্থে যে, সময়ের পরিক্রমার ফলে পরিস্থিতি এবং অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, যে কারণে অন্য আইন এখন অধিক প্রযোজ্য– তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা কুফরি। কারণ এর ফলে স্রষ্টার বিধানের উপরে সৃষ্টির বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সৃষ্টির সস্তা দর্শন এবং চিন্তা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধানকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে আল-হাকাম, আল-হামিদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিধানের উপরে।" [তাহকিমুল কাওয়ানিন, পৃষ্ঠাঃ ৫; আরও দেখুনঃ মাজমু আল-ফাতাওয়া লিশশাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিমঃ ২৭/৫৮]

শাইখ আহমাদ শাকির বলেনঃ
“আল্লাহর বিধান ছাড়া শাসন করা নিশ্চিত কুফর এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামের অনুসারী কোন ব্যক্তির এই ব্যাপারে কোন প্ররোচনা বা কোন অজুহাতের সুযোগ নেই। সে যেই হোক, ইসলামের উপর তাকে আমল করতে হবে। আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং এটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।” [উমদাতুত তাফসির, সুরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৫০]

শাইখ বিন বাযের বক্তব্যঃ
“…অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, আচার, হুদুদ (ইসলামি দণ্ডবিধি) বা এরূপ অন্য কোন বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়াহ ছাড়া অন্য কোন আইনে শাসন করা অনুমোদনযোগ্য, সেই (ব্যক্তির এই কাজ) ইমান বিনষ্টকারী (নাকিযুল ইমান) চতুর্থ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনকি, যদি এটাকে শরিয়াহর চেয়ে উত্তম বলে বিশ্বাস নাও করে, তবুও অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, এর অনুমতি দান করে সে আল্লাহর ঘোষিত নিষিদ্ধ কাজকে বৈধ করেছে। আর ব্যভিচার, মদ, সুদ, এবং আল্লাহর শরিয়াহ ব্যতীত অন্য আইনে শাসন করার মতো ধর্মের নিষিদ্ধ জিনিসকে যে সিদ্ধ (হালাল বা বৈধতা প্রদান) করবে, মুসলিমদের ইজমা অনুযায়ী সে কাফির।” [দাওয়াহ, গবেষণা ও ইফতা, সাউদি আরবের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত The Islamic Research Magazine, ইস্যু নং- ৭, পৃষ্ঠাঃ ১৭-১৮]

শায়খ বিন বায তার “আরব জাতীয়তাবাদের সমালোচনা” [Naqd al-Qawmiyyah al-‘Arabiyyah ‘ala Daw’ al-Islam wa’l-Waaqi’] নামক রচনায় (পৃষ্ঠাঃ ৫০) মানবরচিত শাসনের বর্ণনায় লিখেছেন – “এটা হচ্ছে বিরাট দুষ্কৃতি, সুস্পষ্ট কুফর এবং ধর্মত্যাগের ঘোষণা (রিদ্দাহ)।”
“আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে যে শাসন করে এই ভেবে যে, তার এই নিয়ম আল্লাহর নাযিলকৃত নিয়মের চেয়ে উত্তম, সে সকল মুসলিমের মতে কাফির। একইভাবে যে আল্লাহর আইন ব্যতীত মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন করে এবং মনে করে এটা (মানবরচিত আইন দিয়ে শাসন) জায়িয– সেও কাফির। যদি সে বলে, ‘মানবরচিত আইন অপেক্ষা শরিয়াহ দিয়ে শাসন করা উত্তম’– তাও সে কাফির। সে কাফির, কারণ আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করছেন, সে তা জায়িয গণ্য করছে।” [মাজমুয়ু ফাতাওয়া ইবনু বাযঃ ৪/৪১৬]

যে শাসক ইসলামি শরিয়াহ ব্যতীত অন্য কোন আইন দ্বারা শাসন করে তার কাফির হওয়া সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্যঃ
“যে শাসক ইসলামি শরিয়াহ ব্যতীত অন্য কোন আইন দ্বারা শাসন করে, তারা এসব আইনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ দ্বীনকেই প্রতিস্থাপিত করে নেয়। যারা এরকম করে তারা কুফরি করেছে যদিও তারা সালাহ আদায় করে, সিয়াম পালন করে, যাকাত দান করে এবং হজ পালন করে। এরা হল কাফির, কারণ তারা জানে তারা যে আইন দ্বারা শাসন করে তা আল্লাহর আইন না এবং তারা আল্লাহর আইন থেকে বিচ্যুত হয়েছে।”
তারপর তিনি সুরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতটি দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব, (হে নবি!) তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। [সূরা নিসাঃ ৬৫]
এরপর শাইখ বলেনঃ “তাই অবাক হবেন না যখন আমরা এরকম শাসককে কাফির বলবো, যদিও তারা সালাহ আদায় করে, সিয়াম পালন করে, যাকাত দান করে এবং হজ পালন করে। কারণ যারা কুরআনের কিছু অংশে অবিশ্বাস করলো, তারা সম্পূর্ণ কিতাবকেই অবিশ্বাস করলো। আল্লাহর আইন থেকে যা নিজের পছন্দ হচ্ছে সেটা গ্রহণ করা আর যা পছন্দ হচ্ছে না তা বর্জন করা- এরকম করার কোন অবকাশ নেই। এরকম করা হল কুফর। আর যে এরকম করলো সে নিজের খেয়াল-খুশিকে অনুসরণ করলো এবং নিজের খেয়াল খুশিকে নিজের রব হিসেবে গ্রহণ করলো। ‘আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় ইলাহ স্থির করেছে?’ [সুরা আল-জাসিয়াঃ ২৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اِتَّخَذُوۡۤا اَحۡبَارَہُمۡ وَ رُہۡبَانَہُمۡ اَرۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ وَ الۡمَسِیۡحَ ابۡنَ مَرۡیَمَ ۚ وَ مَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوۡۤا اِلٰـہًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ؕ سُبۡحٰنَہٗ عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে আল্লাহ ব্যতীত তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। [সূরা তাওবাঃ ৩১]

এ আয়াতের তাফসীরে ইমামুল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আ শাইখ আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবন হানবাল বলেন –
“এই আয়াতের ব্যাপারে আদি ইবন হাতিম তাই রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন –
তারা (ইহুদী-খ্রিষ্টানরা) তো তাদের আলেম ও দরবেশদের ইবাদাত করতো না।
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই তারা তা (আলেম ও দরবেশদের ইবাদাত) করেছিল। আল্লাহ্ যা হারাম করেছিলেন, আলেম ও দরবেশগণ তা হালাল সাব্যস্ত করেছিল, আর আল্লাহ্ যা তাদের জন্য হালাল করেছিলেন, তা আলেম ও দরবেশগণ হারাম সাব্যস্ত করেছিল। আর ইহুদী-খ্রিষ্টানরা এ ব্যাপারে তাদের (আলেম ও দরবেশদের) আনুগত্য করেছিল। আর এভাবে তারা তাদের (আলেম ও দরবেশদের) ইবাদাত করেছিল।” [আত তিরমিযীঃ ৩০৯৫; কিতাব উত তাফসীর, এবং আল বায়হাকির সুনানে বর্ণিত, খন্ড ১০, হাদিসঃ ১১৭ - হাসান]

হাদিসে বলা হয়েছে, যেহেতু তারা আনুগত্য করেছে, তাই এটা শিরক। কোথাও বলা হয় নি যে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা বলেছিল “আলেম ও দরবেশগণ হলেন আল্লাহর পাশপাশি আমাদের প্রভু”। একজন মুসলিমের চিহ্ন হল, প্রকৃত মুসলিম আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে খুশি থাকে। তার মনে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি কোন বিদ্বেষ থাকে না। এবং সে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, যদিও আল্লাহর আদেশ নিষেধ তার নিজের খেয়াল-খুশি, বা স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, কিংবা তার নিজের দলের বা তার শাইখের কথার বিরুদ্ধে যায়।”
[মাদারিজ উস সালিকিন, খন্ড ২, পৃষ্ঠাঃ ১১৮]

এছাড়া ইমাম আহমাদ আরও বলেছেনঃ “কোন বস্তু, যার হারাম হবার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে এবং তা মুসলিমদের মধ্য তা সুবিদিত, এবং এতে বিভ্রান্তির কোন সুযোগ নেই কারণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দালীল আছে – যেমন শূকরের মাংস, যিনা ও অন্যান্য যেসব বিষয় যার ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই – যদি এমন কোন বস্তুকে কেউ হালাল মনে করে, হালাল বলে বিশ্বাস করে, তবে সে কাফির। সালাত ত্যাগকারী যে কারণে কাফির, এই ব্যক্তিও সেই একই কারণে কাফির, আর এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি...”
[আল মুগনী, ১২/২৭৬, দার হাজর থেকে প্রকাশিত ব্যাখ্যা সংবলিত সংস্করণ]

[https://youtu.be/JgKdU3tlqLI]

পড়ুনঃ

আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসনকারী শাসকের কাফির হবার ব্যাপারে 'উলামাগণের ইজমা এবং "শাসকের আনুগত্য" সংক্রান্ত বিভ্রান্তির জবাব নিয়ে চমৎকার একটি সংকলন-

লিংকঃ

https://justpaste.it/hakimiyyah1

সূরা মায়িদার ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ আয়াত নিয়ে বিভ্রান্তি এবং স্বগুত শাসককে তাকফির না করার একটি অযুহাত ও তার খন্ডন-

লিংকঃ

https://bit.ly/2ywXSYe

নব্য মুরজিয়াদের সংশয় নিরসনে আল্লাহর আইন ব্যাতীত অন্য আইন দিয়ে শাসন কুফর হবার ব্যাপারে সৌদির আরবের প্রথম গ্র্যান্ড মুফতি ও শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাবের নাতি আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহিমের বিখ্যাত রচনা "তাহকিমুল কাওয়ানিন"-

লিংকঃ

https://bit.ly/2LXD4lI

সংশয়ঃ অজ্ঞতা ও বাধ্যবাধকতার অজুহাত দেখিয়ে তাগুতকে অব্যাহতি দেয়া-

লিংকঃ

https://bit.ly/2yAcp5G

এবার শাসকের হুজ্জাহ কায়েম প্রসঙ্গে, ইমামুল নজদ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদী (রহঃ) বলেনঃ
"দ্বীনের ভিত্তি (উসুলুদদ্বীন) যেগুলোকে আল্লাহ (সুবঃ) নিজেই পরিস্কার করে দিয়েছেন এবং যার বিধান কিতাবের মধ্য নাযিল করেছেন – সেগুলোর ক্ষেত্রে কুরআনই হুজ্জত। সুতরাং যার কাছে কুরআন পৌছেছে তার কাছে হুজ্জাতও পৌছেছে।
হুজ্জাহ কায়েম এবং হুজ্জাহ অনুধাবনের বিষয়ে তিনি (রহিঃ) বলেনঃ
"...এখানে মতপার্থক্যের মূল হল তোমরা হুজ্জাহ কায়েম করা আর হুজ্জাহ অনুধাবন করা, এই দুইয়ের মধ্য পার্থক্য করতে সক্ষম হওনি। কারণ নিশ্চয় অধিকাংশ কাফির ও মুসলিমদের অন্তর্গত মুনাফিকরা আল্লাহর হুজ্জাহ অনুধাবন করতে পারেনি, যদিও তাদের উপর হুজ্জাহ কায়েম হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বুঝে? তারা কেবল পশুদের মতো; বরং তারা আরো অধিক পথভ্রষ্ট। [আল ফুরক্বানঃ ৪৪]

এর তিনি (রহিঃ) বলেন, হুজ্জাহ কায়েম করা একটি আলাদা বিষয়, এবং হুজ্জাহ মানুষের উপর কায়েম হবার পর সেটি তাদের কাছে পৌছানো একটি আলাদা বিষয়, এবং তারা এটি অনুধাবন করা হল আরেকটি আলাদা বিষয়। আর তাদের তাকফির করা হবে তাদের কাছে হুজ্জাহ পৌছানোর ভিত্তিতে, যদিও তারা সেটা অনুধাবন না করে।
যদি এ বিষয়টি তোমাদের বিভ্রান্ত করে থাকে তাহলে আল্লাহর নবী (সঃ) এর এই কথার দিকে লক্ষ করো যা তিনি খাওয়ারেজদের লক্ষ করে বলেছিলেন - তোমরা তাদের যেখানে পাও হত্যা করো – এবং আসমানের নিচে নিহতদের মধ্যে তারা সর্বনিকৃষ্ট।
"***তিনি (রহিঃ) বলেন*** – তাদের (খাওয়ারেজ) ব্যাপারে এমন কথা বলা হয়েছিল যদিও তারা সাহাবিদের যুগের ছিল, এবং তাদের ইবাদতের সাথে সাহাবিদের ইবাদতের তুলনা করলে একজন লোকের কাছে সাহাবিদের ইবাদত কম মনে হত। এবং এব্যাপারে ঐক্যমত হল যা তাদেরকে দ্বীন থেকে বের করে দিয়েছে তা হল তাহদের অনমনীয়তা, চরমপন্থা, এবং ইজতিহাদ। যদিও তারা ধারনা করতো যে তারা হকের উপরে আছে এবং আল্লাহর অনুগত্যের উপরেই আছে – এবং তাদের কাছে হুজ্জাহ পৌছেছিল, কিন্তু তারা হুজ্জাহ অনুধাবন করেনি।
একইভাবে যারা তাকে রব মনে করতো তাদেরকে আলী (রাঃ)-এর আগুন দিয়ে কিছু হত্যার বিষয়টি দেখ। তারা সাহাবাদের ছাত্র ছিল, তারা সালাত সিয়াম আদায় করতো এবং তারা ধারনা করতো যে তারা হকের উপরে আছে।
এমনি ভাবে চরমপন্থি কাদরিয়্যাহদের দিকে দেখো। তাদের ইলম, তীব্র ইবাদত এবং তারা সঠিক কাজ করছে, তাদের এমন ধারণা সত্ত্বেও তাদের উপর তাকফিরের ব্যাপারে সকল সালাফগন একমত হয়েছিলেন। তারা হুজ্জাহ অনুধাবন করেনি, একারণে সালাফদের একজনও তাদের উপর তাকফির থেকে বিরত হননি। নিশ্চয় তাদের কেউই হুজ্জাহ অনুধাবন করেনি।
এর পরে তিনি (রহঃ) বলেন, যদি এ বিষয়গুলো জেনে থাকে, তাহলে এখানেই তোমরা কুফরের উপর আছো। লোকেরা তাগুতের ইবাদত করছে এবং দ্বীন ইসলামের বিরোধিতা করছে, এবং তারা দাবি করছে যে এ কাজ রিদ্দা না, কারণ হয়তো তারা হুজ্জাহ অনুধাবন করেছি পারেনি। অথচ এ সবই পরিষ্কার বিষয়।
আর ইতিপূর্বে যা ব্যক্ত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট হল আলী রাঃ যাদের পুড়িয়ে মেরেছিলেন তাদের দৃষ্টান্ত। কারণ তাদের বিষয়টি এ পরিস্থিতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। [আদ দুরার আস সানিয়্যাহ, ১০/৯৩-৯৫, ৫ম সংস্করণ]

আরও পড়ুনঃ
উম্মতের স্ব-স্ব যুগের দু'জন যুগশ্রেষ্ঠ আলিমদের ফতওয়াঃ
আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী ও মানবরচিত বিধান দিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনাকারী শাসকদের রিদ্দাহ বা কুফর এর ক্ষেত্রে কী কোনো ওযর গ্রহণযোগ্য?
লিংকঃ
https://justpaste.it/riddah_ujor

সুতরাং, এই সব শাসকদের তাকফিরের করার জন্য যে হুজ্জাহ কায়েম শর্ত, তা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। কারণ আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন, আল্লাহর আইন প্রতিস্থাপন, আল্লাহর আইনকে বাতিল সাব্যস্ত করা – এসব ব্যাপারে কুরআনই হুজ্জাহ। এবং যেমনটা ইবনু তাইমিয়্যা, ইবনু কাসির এবং ইবনু হাযম বলেছেন– এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা আছে। শুধু কুরআন হুজ্জাহ হওয়া ছাড়াও যেসব ব্যক্তিদের এসব শাসকেরা "চরমপন্থি", "উগ্রবাদী" বলে গ্রেফতার, বন্দি, অত্যাচার ও হত্যা করেছে ও করে আসছে, তাদের মাধ্যমে এই ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর পূর্ববর্তী আলিমদের বক্তব্য ও উম্মতের ইজমার খবর তাদের কাছে পৌছেছে। অর্থাৎ কুরআন এর হুজ্জাহ এদের কাছে পৌছেছে, আবার এদের কাছে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমেও হুজ্জাহ পৌছেছে। এই হুজ্জাহ তারা বুঝলো কি বুঝলো না সেটা তাকফিরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না। সুতরাং এদের উপর তাকফিরের ক্ষেত্রে কোন বাঁধা নেই। যেমন ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব বলেছেন – হুজ্জাম কায়েম করা শর্ত। হুজ্জাহ বুঝানো শর্ত না।

...আজকের কথিত মুসলিম শাসকরা, আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর শরিয়াহকে এমন আইনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেছে যা সরাসরি আল্লাহর আইনের বিরোধি। তারা আল্লাহর আইনের পরিবর্তে আল্লাহর শত্রুর আইন গ্রহণ করেছে। আল্লাহর শত্রুর দ্বারাই এসব আইনের পত্তন হয়েছিল, তারপর লোকেরা এসব আইনের অনুসরণ করেছিল।

অদ্ভুত ব্যাপার হল, লোকেদের ইলমের অগভীরতা আর দ্বীনের ব্যাপারে দুর্বলতার কারণে আমরা দেখতে পাই, যদিও তারা জানে এসব আইন (গণতন্ত্র, আধুনিক সংবিধানের ধারণা) তৈরি হয়েছিল কিছু মানুষের দ্বারা কয়েকশো বছর আগে, মুসলিম উম্মাহর থেকে অনেক দূরবর্তী অন্য এক মহাদেশে, অন্য জাতিদের জন্য, তবুও তারা এসব আইনকে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, অথচ এসব আইন ও বিধান মুসলিমদের জন্য একেবারেই উপযুক্ত না। এদের ইসলাম কোথায়? এদের ঈমান কোথায়? নবি মুহাম্মাদের আনীত দ্বীনের ব্যাপারে নিশ্চয়তা কোথায়? তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল সমগ্র মানবজাতির প্রতি রাসুল হিসেবে। আর তাঁর রিসালাহ, তাঁর আনীত দ্বীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে মানবজাতির সকল বিষয়।

অনেক অজ্ঞ-জাহিল লোকেরা বলে, শরিয়াহ হল শুধুমাত্র ইবাদাত, ব্যক্তিগত জীবন, বিয়ে আর উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে। কিন্তু তারা ভুলে যায় শরিয়াহ হল সব কিছুর জন্য। যদি আপনি এর প্রমাণ চান তবে কুরআনের সবচেয়ে লম্বা আয়াতগুলো খুঁজে বের করুন, দেখবেন এগুলো হলো মুয়ামালাত (লেনদেন) সংক্রান্ত। তাহলে কিভাবে কেউ বলতে পারে আল্লাহর শরিয়াহ হল শুধু ইবাদাত ও ব্যক্তিগত জীবনের জন্য? এটা তো অজ্ঞতা ও গোমরাহি...।

তিনটি শর্ত পূরণ করা ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারবে নাঃ

১) সে সকল বিষয় আল্লাহর রাসুলকে (অর্থাৎ তাঁর আনীত শরিয়াহ, কুরআন ও সুন্নাহকে) বিচারক হিসেবে মেনে নেবে।
২) রাসুলুল্লাহ এর সিদ্ধান্ত ও বিচারের ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহ থাকতে পারবে না।
৩) সে সম্পূর্ণভাবে এর প্রতি (দ্বীন ইসলাম, আল্লাহর শরিয়াহ) আত্মসমর্পণ করবে, যাতে সে হিদায়াহ পেতে পারে।

এ তিনটি শর্ত পূরণ হলেই একজন ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে। অন্যথায় সে ঈমানহারা হবে অথবা তার ঈমান অপূর্ণ থাকবে।”